জাতীয় যুব উন্নয়ন ইনস্টিটিউটের গবেষণা নীতিমালা ২০২৫

২৪/৭/২০২৫

মোঃ কাবিরুল ইসলাম খান
সিনিয়র সহকারী সচিব
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

জাতীয় যুব উন্নয়ন ইনস্টিটিউটের গবেষণা নীতিমালা ২০২৫

প্রথম অধ্যায়

১.০ প্রারম্ভিক

যেহেতু জাতীয় যুব উন্নয়ন ইনস্টিটিউট এর গবেষণা কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য একটি নীতিমালা প্রয়োজন, সেহেতু এই নীতিমালা প্রণয়ন করা হলো।

১.১ শিরোনাম

এ নীতিমালাটি 'জাতীয় যুব উন্নয়ন ইনস্টিটিউট গবেষণা নীতিমালা ২০২৫' নামে অভিহিত হবে।

১.২ এ গবেষণা নীতিমালাটি অনুমোদিত হওয়ার সাথে সাথে কার্যকর হবে।

১.৩ সংজ্ঞা

এ নীতিমালার জন্য নিম্নের সংজ্ঞা/ ব্যাখ্যা প্রযোজ্য হবে:

ইনস্টিটিউট: "ইনস্টিটিউট" অর্থ জাতীয় যুব উন্নয়ন ইনস্টিটিউট।

মহাপরিচালক:"মহাপরিচালক" অর্থ জাতীয় যুব উন্নয়ন ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক।

নীতিমালা: "নীতিমালা" অর্থ জাতীয় যুব উন্নয়ন ইনস্টিটিউট গবেষণা নীতিমালা ২০২৫।

গবেষণা: "গবেষণা" অর্থ এই নীতিমালার অনুচ্ছেদ ৩.১ এ উল্লিখিত তহবিলের আওতায় সম্পাদিত গবেষণা কার্যক্রম।

কমিটি: "কমিটি" অর্থ ইনস্টিটিউটের গবেষণা কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য নীতিমালার আলোকে গঠিত গবেষণা কমিটি।

যথাযথ কর্তৃপক্ষ:''যথাযথ কর্তৃপক্ষ'' বলতে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়কে বুঝাবে।

১.৪ নীতিমালার উদ্দেশ্য

(ক) সরকারের যুব উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা বিষয়ে গবেষণা পরিচালনা করা এবং তথ্য-উপাত্ত ও ফলাফল সরকারকে অবহিতকরণ;

(খ) সরকার কর্তৃক যুব সম্পৃক্ত বিবেচনাধীন/প্রস্তাবিত/অনুস্বাক্ষরিত/অনুমোদিত জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক চুক্তি, সনদ, নীতি কাঠামো ইত্যাদি বিষয়ক গবেষণা পরিচালনা;

(গ) বৈষম্যহীন, সমৃদ্ধশালী ও আত্মনির্ভরশীল দেশ গঠনে যুব সমাজের কার্যকর ভূমিকা বিষয়ক কার্যক্রমকে অগ্রাধিকার প্রদান;

(ঘ) যুব সম্পৃক্ত উন্নয়ন প্রকল্প বা কর্মসূচি বাস্তবায়ন, মূল্যায়ন, পরিবীক্ষণ এবং দেশের সার্বিক উন্নয়নের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সমস্যা ও সম্ভাবনা বিষয়ক গবেষণা পরিচালনা এবং দক্ষতা অর্জনে নতুন উদ্ভাবনী প্রক্রিয়া অনুসন্ধান;

(ঙ) ইনস্টিটিউট কর্তৃক পরিচালিত প্রশিক্ষণ চাহিদা নিরূপণ, মূল্যায়ন এবং প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের গুণগত মানোন্নয়ন বিষয়ক গবেষণা;

১৪/৭/২৫

মোহাম্মদ কাবিরুল ইসলাম খান
সিনিয়র সহকারী সচিব
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

(চ) জাতীয় যুব উন্নয়ন ইনস্টিটিউটের অনুষদ সদস্যদের পেশাদারিত্ব উন্নয়নের লক্ষ্যে গবেষণা/প্রায়োগিক গবেষণা;

(ছ) সরকারের অনুমোদনক্রমে দেশীয়/ আন্তর্জাতিক সংস্থা/ প্রতিষ্ঠানের সম্পূর্ণ বা আংশিক অর্থায়নে গবেষণা পরিচালনা;

(জ) জাতীয় যুব উন্নয়ন ইনস্টিটিউট সংশ্লিষ্ট যেকোন বিষয়ে গবেষণা পরিচালনা এবং

(ঝ) বিশ্বমানের গবেষণা সম্পাদনের মাধ্যমে জাতীয় যুব উন্নয়ন ইনস্টিটিউটকে 'Centre of Excellence' হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা;

দ্বিতীয় অধ্যায়

২.০ গবেষণা কার্যক্রমের ব্যবস্থাপনা

২.১ গবেষণা কমিটি:

ইনস্টিটিউটের গবেষণা কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা ও তদারকির জন্য নির্বাহী কাউন্সিলের অনুমোদনক্রমে নিম্নরূপ গবেষণা কমিটি থাকবে-

(১)মহাপরিচালক, জাতীয় যুব উন্নয়ন ইনস্টিটিউট	সভাপতি
(২) রেজিস্ট্রার, জাতীয় যুব উন্নয়ন ইনস্টিটিউট	সদস্য
(৩) যুব উইং (প্রধান)যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়	সদস্য
(৪) প্রতিনিধি,পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অধ্যাপক (বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক মনোনীত ও সামাজিক গবেষণা কার্যক্রমে অভিজ্ঞ)	সদস্য
(৫)পরিচালক, জাতীয় যুব উন্নয়ন ইনস্টিটিউট	সদস্য
(৬) প্রতিনিধি, জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (পরিচালক পদমর্যাদার নিম্নে নয়)	সদস্য
(৭) প্রতিনিধি, বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (BPATC) (পরিচালক পদমর্যাদার নিম্নে নয়)	সদস্য
(৮) প্রতিনিধি, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর (পরিচালক পদমর্যাদার নিম্নে নয়)	সদস্য
(৯) উপ-পরিচালক (প্রশিক্ষণ ও গবেষণা), জাতীয় যুব উন্নয়ন ইনস্টিটিউট	সদস্য সচিব

কমিটি প্রয়োজনে সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে।

২.২ গবেষণা কার্যক্রমের অনুমোদন ও বাস্তবায়ন

(ক) মহাপরিচালক, জাতীয় যুব উন্নয়ন ইনস্টিটিউট, গবেষণা কমিটির সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন;

(খ)অনুমোদিত গবেষণা সমূহের অগ্রগতি তত্ত্বাবধান, বাস্তবায়ন ও সমন্বয় সাধনে গবেষণা কমিটি ন্যূনতম প্রতি তিন মাস অন্তর একবার সভায় মিলিত হবে। প্রয়োজনে কমিটি যে কোন সময় সভায় মিলিত হতে পারবে।

(গ) গবেষণা কমিটি ইনস্টিটিউটের চাহিদা অনুযায়ী প্রতিটি গবেষণার TOR প্রস্তুত করবে।

(ঘ) সময়োপযোগী বিষয়ে গবেষণায় অগ্রাধিকার দিয়ে বিচার বিশ্লেষণ করবে / উদ্দেশ্য ও অগ্রাধিকার গবেষণা ক্ষেত্রের আলোকে প্রাপ্ত গবেষণা প্রস্তাবসমূহ (Research Proposal)যাচাই বাছাই ও মূল্যায়ন করবে।

১৪/০৭/১৮

মোহাম্মদ কাবিরুল ইসলাম খান
সিনিয়র সহকারী সচিব
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

২.৩ গবেষণার ক্ষেত্র

গবেষণা কমিটি নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে গবেষণার বিষয় নির্ধারণের সুপারিশ করতে পারবে, যা ইনস্টিটিউটের একাডেমিক কাউন্সিল কর্তৃক চূড়ান্ত হবে:

(১) মুক্তিযুদ্ধ ও যুব সম্প্রদায়;
(২) যুব প্রশিক্ষণ, দক্ষতা ও উদ্ভাবন উন্নয়ন এবং যুবনীতি;

(৩) যুব সমাজের শিক্ষা ও দক্ষতার উন্নয়ন;

(৪) যুব সংশ্লিস্ট আইন ও বিধি;

(৫) যুব উন্নয়নের সঙ্গে সম্পৃক্ত সমসাময়িক জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক বিষয় যেমন উদ্যোক্তা তৈরী, প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা নিরূপন/মূল্যায়ন";

(৬) ইনস্টিটিউট কর্তৃক পরিচালিত প্রশিক্ষণের চাহিদা নিরূপণ, মূল্যায়ন এবং প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের গুণগত মানোন্নয়ন;

(৭) উদ্দোক্তাদের দক্ষতা উন্নয়ন ও সম্প্রসারণমূলক কাজ ;

(৮) সমস্যা চিহ্নিতকরণ (গবেষণা গ্যাপ)

(৯) গবেষণার প্রত্যাশিত ফলাফল ও যথাযথ উপস্থাপন পরিকল্পনা;

(১০) ভবিষ্যৎ প্রযুক্তির অভিঘাত মোকাবিলায় উপযুক্ত প্রশিক্ষণ;

(১১) জনস্বার্থে প্রয়োজন এরূপ যেকোনো ক্ষেত্র;

২.৪ গবেষণা কার্যক্রমের মেয়াদ

গবেষণা কার্যক্রমের মেয়াদ কমিটি নির্ধারণ করবে এবং ধরণ অনুসারে তা নিম্নরূপ হবে-

(১)ক- শ্রেণির গবেষণা:অনূর্ধ্ব ২৪ মাস;

(২) খ- শ্রেণির গবেষণা:অনূর্ধ্ব ১৮ মাস; এবং

(৩) গ-শ্রেণির গবেষণা:অনূর্ধ্ব ১২ মাস।

২.৫ গবেষণা পরিচালনার সময়সূচি:

(ক) অর্থবছর শুরুর পূর্বে নিম্মরূপ সময়সূচি অনুযায়ী কার্যক্রম গ্রহন করতে হবে-

i) পূর্বের অর্থবছরের আগষ্ট মাসের মধ্যে গবেষণা প্রস্তাব আহবান করতে হবে এবং প্রস্তাব দাখিলের সর্বশেষ সময় হবে অক্টোবর মাস;

ii) গবেষণা প্রস্তাব প্রাপ্তির পর গবেষণা কমিটি এই নীতিমালার বিধানসমূহের সঙ্গে গবেষণা প্রস্তাব কতটা সামন্জস্যপূর্ণ তা যাচাই-বাছাইপূর্বক ডিসেম্বর মাসের মধ্যে খসড়া তালিকা প্রস্তুত করবে; এবং

iii) নতুন গবেষণার জন্য প্রাপ্ত প্রস্তাবনাসমূহের সম্ভাব্য ব্যয়,একাধিক অর্থবছরব্যাপী চলমান গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ, সম্মানী খাতের সম্ভাব্য ব্যয় এবং অন্যান্য ব্যয়সহ গবেষণা উপখাতের প্রয়োজনীয় বাজেট বরাদ্দের লক্ষ্যে জানুয়ারী মাসের মধ্যে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।

(খ) অর্থবছর শুরুর পর নিম্নরূপ সময়সূচি অনুযায়ী কার্যক্রম গ্রহন করতে হবে-

i) গবেষণা কমিটি জুলাই মাসের মধ্যে বরাদ্দকৃত বাজেট এবং গবেষণা প্রস্তাবসমূহ পর্যালোচনাপূর্বক চূড়ান্ত অনুমোদন প্রদান করবে। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে অনুমোদিত গবেষণা প্রস্তাবসমূহ পরিমার্জনের জন্য সংশ্লিষ্ট গবেষকগণকে পরামর্শ প্রদান করতে হবে;

১৫/০৭/২০১৫

মাহাম্মদ কাবিরুল ইসলাম খান
সিনিয়র সহকারী সচিব
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়

ii)আগষ্ট মাসের মধ্যে গবেষকগণের অনুকূলে অফিস আদেশ জারি সম্পন্ন করতে হবে এবং Inception Report জমাপ্রদান ও গৃহীত হওয়া সাপেক্ষে ১ম কিস্তির অর্থ অগ্রিম প্রদান করতে হবে; এবং

iii) যৌক্তিক কারণে কমিটির সুপারিশক্রমে মহাপরিচালক সময়সূচি পরিবর্তন করতে পারবেন।

২.৬ গবেষণা প্রস্তাবের কাঠামো (Research Proposal)

গবেষণা প্রস্তাব জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট এবং যুব উন্নয়ন নীতি-কৌশলের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে। একটি গবেষণা প্রস্তাবে প্রধানত নিম্নলিখিত বিষয় অন্তর্ভুক্ত থাকবে-

২.৬.১ গবেষণার শিরোনাম (প্রস্তাবিত গবেষণার সহিত তাৎপর্যপূর্ণ উদ্দেশ্যের সহিত অর্থবোধক)

২.৬.২ ভূমিকা (Introduction)

- গবেষণা সমস্যা চিহ্নিতকরণ
- গবেষণার যৌক্তিকতা;
- গবেষণার উদ্দেশ্য;
- গবেষণার পরিধি;

২.৬.৩ সমজাতীয় গবেষণা পর্যালোচনা; (Review Of Litereture)

২.৬.৪ ▪ গবেষণার পদ্ধতি(বিশদ বিবরণসহ)(Research Methods)
গবেষক দল (একক/দলীয়)

২.৬.৫ ▪তথ্য উপাত্ত বিশ্লেষণ;(data Analysis)

২.৬.৬ ▪সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা;(Research Plan)

২.৬.৭ ▪প্রস্তাবিত বাজেট বিভাজন;(Budget)

২.৬.৮ ▪গবেষণার সীমাবদ্ধতা;(Limitation of Research)

২.৬.৯ ▪ প্রত্যাশিত ফলাফল;(Expected Results)

ক) ▪গবেষণার উপকারভোগি; (Beneficiaries of Research)

খ) ▪চ্যালেন্জ সমূহ;(Challenges)

গ) ▪ সুপারিশমালা;(Recommendation)

২.৬.১০ ▪তথ্যপুন্জী/তথ্য নির্দেশ;(Reference)

২.৭ গবেষণা কার্যক্রম আরম্ভ

গবেষণা প্রস্তাব অনুমোদনের পর গবেষণা কমিটির সদস্য সচিব তথা উপপরিচালক (প্রশিক্ষণ ও গবেষণা) প্রতিটি অনুমোদিত গবেষণা প্রস্তাবের অনুকূলে আদেশ জারি করবেন। দপ্তর আদেশ জারির তারিখ থেকে গবেষণা কার্যক্রম শুরু হয়েছে বলে গণ্য হবে এবং অনুচ্ছেদ ২.৫ এ উল্লিখিত মেয়াদকাল যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে।

২.৮ গবেষণা কার্যক্রম পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন

ক) ইনস্টিটিউটের গবেষণা শাখা এবং কর্তৃপক্ষ কর্তৃক মনোনীত কর্মকর্তা/ প্রতিনিধিগণ মাঠ পর্যায়ে গবেষণা কার্যক্রম পর্যবেক্ষনের জন্য নিয়োজিত করা যাবে।

খ) গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার অন্তর্বর্তীকালীন বিভিন্ন পর্যায়ে পরিচালিত গবেষণা কার্যক্রমের উপর এক বা একাধিক উপস্থাপনার আয়োজন করতে হবে।

গ) গবেষণা কার্যক্রম পরিবীক্ষণের জন্য গবেষণা মূল্যায়নকারীগণ গবেষকগণকে তথ্য, ছবি, ভিডিও ক্লিপ ও তথ্যসূত্র সংযুক্ত করার নির্দেশনা প্রদান করতে পারবেন। মূল্যায়নকারীগণ গবেষণা প্রস্তাবে বর্ণিত উদ্দেশ্য ও পরিধির আলোকে গবেষণা কার্যক্রম পরিবীক্ষণ এবং মধ্যবর্তী চূড়ান্ত প্রতিবেদন মূল্যায়ন করবেন।গবেষণার মেয়াদ শেষে প্রাপ্ত ফলাফল ও পরামর্শ একাডেমিক কাউন্সিল ও নির্বাহী কাউন্সিলে উপস্থাপনের জন্য ইনস্টিটিউট কার্যক্রম গ্রহন করবে।

১৪/৭/১৮

মোহাম্মদ কাবিরুল ইসলাম খান
সিনিয়র সহকারী সচিব
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

ঘ) গবেষণা কার্যক্রম পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের জন্য নিম্নরুপ কমিটি থাকবে:

রেজিস্ট্রার	আহবায়ক
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি (উপসচিবের নিম্নে নয়)	সদস্য
সংশ্লিষ্ট বিষয়ে একজন বিশেষজ্ঞ (বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অধ্যাপক)	সদস্য
উপপরিচালক (প্রশিক্ষণ ও গবেষণা)	সদস্য সচিব

২.৯ চূড়ান্ত গবেষণা প্রতিবেদন পর্যালোচনা:

(ক) চূড়ান্ত গবেষণা প্রতিবেদনসমূহ পর্যালোচনার জন্য নিম্নরুপ উপ কমিটি গঠন করা হবে।

১.পরিচালক, জাতীয় যুব উন্নয়ন ইনস্টিটিউট	আহবায়ক
২.গবেষণা কমিটির বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমে শিক্ষক প্রতিনিধি	সদস্য
৩.গবেষণা প্রতিষ্ঠান/প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে গবেষণা সংশ্লিষ্ট নিয়োজিত প্রতিনিধি।	সদস্য
৪. ইনস্টিটিউটের অনুষদ সদস্য প্রতিনিধি	সদস্য
৫.গবেষণা কার্যক্রমে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	সদস্য সচিব

(খ) গবেষণা কমিটিতে উপস্থাপনের জন্য সংশ্লিষ্ট গবেষক গবেষণা প্রতিবেদনের সফ্ট কপিসহ কমপক্ষে ০৫ (পাঁচ) টি হার্ড কপি দাখিল করবেন।

(গ) প্রতিটি গবেষণার প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট মূল্যায়নকারীগণের মতামত অনুসারে গবেষণা কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত হবে;

(ঘ) প্রযোজ্য ক্ষেত্রে আয়োজিত সেমিনারে ইনস্টিটিউটের প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দের উপস্থিতিকে উৎসাহিত করা হবে; এবং

(ঙ) প্রয়োজনে দেশি/বিদেশি বিশেষজ্ঞের মতামত গ্রহণ করার লক্ষ্যে অনলাইনে যুক্ত করা হবে।

(চ) সেমিনারে প্রাপ্ত মতামত ও মূল্যায়নকারীগণের মতামতের ভিত্তিতে গবেষণা প্রতিবেদন পরিমার্জন করতে হবে।

(ছ) পরিমার্জিত গবেষণা প্রতিবেদন গ্রন্থাগারে ও ইনস্টিটিউটের ওয়েব সাইটে সংরক্ষণ করা হবে;

২.১০ গবেষণা প্রতিবেদনের স্বত্ব

ইনস্টিটিউট কর্তৃক পরিচালিত গবেষণা প্রতিবেদনের স্বত্ব ইনস্টিটিউটের নিকট ন্যস্ত থাকবে। তবে গবেষক/গবেষণা সম্পাদনকারী প্রতিষ্ঠান ইনস্টিটিউটের অনুমতিসাপেক্ষে তা ইনস্টিটিউটের বাইরে অন্য কোথাও প্রকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবেন। এরূপ প্রকাশের ক্ষেত্রে প্রতিবেদনের স্বত্ব ইনস্টিটিউটের নিকট ন্যস্ত থাকবে। বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ (Intellectual Property) ও কপিরাইট (Copyright) সংক্রান্ত বিষয়ে কপিরাইট আইন, ২০০০ এবং এ সংক্রান্ত প্রচলিত অন্যান্য আইন এবং বিধি- বিধান অনুসরণ করতে হবে।

১৫/০৭/২০১৫

মোহাম্মদ কাবিরুল ইসলাম খান
সিনিয়র সহকারী সচিব
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

তৃতীয় অধ্যায়

৩.০ গবেষণা কার্যক্রমের আর্থিক ব্যবস্থাপনা

ক) গবেষণা কার্যক্রম সম্পাদনে যাবতীয় ক্রয় পিপিএ ২০০৬ এবং পিপিআর ২০০৮ অনুসরণ করে সম্পন্ন করতে হবে।

খ) সরকারের নির্দেশক্রমে গৃহীত অন্য কোন গবেষণার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় বাজেট বরাদ্দ মহাপরিচালক কর্তৃক অনুমোদিত হবে।

৩.১ তহবিলের উৎস

নিম্নলিখিত উৎসসমূহ থেকে গবেষণা তহবিল গঠিত হবে:

(ক) ইনস্টিটিউটের পরিচালনা, রাজস্ব ও উন্নয়ন বাজেটের গবেষণা উপ-খাতে বরাদ্দকৃত অর্থ এবং
(খ) দেশি ও বিদেশি সংস্থা/ প্রতিষ্ঠান কর্তৃক গবেষণা পরিচালনার জন্য প্রাপ্ত অর্থ ;
(গ) অন্যান্য উৎস হতে প্রাপ্ত অর্থ ;

৩.২ সম্মানী

(ক) ইনস্টিটিউটের গবেষণা উপ-খাতে বরাদ্দকৃত অর্থ **হতে** নির্বাহী কাউন্সিলের অনুমোদন সাপেক্ষে গবেষণা কমিটির সভাপতিসহ সদস্য, গবেষণা মূল্যায়নকারী, গবেষণা পর্যালোচনার উদ্দেশ্যে আয়োজিত সেমিনারের সভাপতি ও আলোচকগণসহ সংশ্লিষ্ট সবার সম্মানীর হার নির্ধারণ ও সময়ে সময়ে তা পুনঃ নির্ধারণ করা হবে।

(খ) বিদেশি এবং ইনস্টিটিউট বহির্ভূত অর্থায়নে পরিচালিত গবেষণার ক্ষেত্রে অর্থ দাতাদের সঙ্গে আলোচনা করে সম্মানীর পরিমাণ ও অন্যান্য বিষয় নির্ধারণ করা হবে।

৩.৩ গবেষণা কার্যক্রমের অর্থ প্রদান, হিসাব সংরক্ষণ ও সমন্বয়করণ

(ক) এক বা একাধিক অর্থবছর ব্যাপী পরিচালিত অনুমোদিত গবেষণা কার্যক্রমের অর্থ তিন কিস্তিতে গবেষণা পরিচালক/ গবেষকের অনুকূলে প্রদান করা হবে।

১. গবেষণা প্রস্তাব / Inception Report গৃহীত হওয়ার পর অনুমোদিত গবেষণা বাজেটের শতকরা ৩০ ভাগ প্রথম কিস্তিতে অগ্রিম হিসাবে;
২. গবেষণার খসড়া প্রতিবেদন দাখিলের পর গবেষণা বাজেটের পরবর্তী শতকরা ৩০ ভাগ দ্বিতীয় কিস্তিতে অগ্রিম হিসাবে; এবং
৩. সেমিনারে উপস্থাপনের লক্ষ্যে খসড়া গবেষণা প্রতিবেদন ৫ কপি জমা প্রদান, গবেষণা কমিটি কর্তৃক প্রতিবেদন অনুমোদন এবং ২০ কপি চূড়ান্ত প্রতিবেদন জমা দেওয়ার পর তৃতীয় কিস্তির অবশিষ্ট শতকরা ৪০ ভাগ অর্থ প্রদান করা যাবে।

(খ) একাধিক অর্থবছরব্যাপী পরিচালিত গবেষণার ক্ষেত্রে গবেষণা পরিচালক/গবেষক পঞ্জিকাবর্ষের ৩০মে তারিখের মধ্যে প্রযোজ্য প্রতিবেদন উপস্থাপন করে সংশ্লিষ্ট অর্থবছরের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ ছাড়করণের আবেদন করবেন;

(গ) গবেষণা পরিচালক/ গবেষক ব্যয়কৃত অর্থের ভাউচার, রশিদ ব্যয় বিবরণী ইত্যাদি ইনস্টিটিউটে জমা দিয়ে গৃহীত অগ্রীম সমন্বয় করবেন। পূর্বে গৃহীত অর্থের সমন্বয় না করা পর্যন্ত পরবর্তী কিস্তির অর্থ ছাড় করা যাবে না।

(ঘ) কোন গবেষণায় একাধিক গবেষক জড়িত থাকলে সকল সদস্যকে গবেষণার অর্থ ব্যয় সংক্রান্ত দায় বহন করতে হবে।

৩.৪ গবেষণা কার্যক্রমে নিয়োজিত গবেষকদের লিখিত অঙ্গীকার দাখিল

(ক) গবেষণা কার্যক্রমে নিয়োজিত গবেষণা পরিচালক/গবেষক ও সহযোগী গবেষকদের প্রত্যেকে ইনস্টিটিউট বরাবরে এই মর্মে লিখিত অঙ্গীকার দাখিল করবেন যে,তিনি/ তাঁরা নির্দিষ্ট সময়ে গবেষণার কাজ সম্পাদনের

১৪/৩/১৩

মোহাম্মদ কাবিরুল ইসলাম খান
সিনিয়র সহকারী সচিব
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সর্বাত্মক চেষ্টা করবেন এবং কোন কারণে গবেষণা অসম্পূর্ণ রেখে গবেষণা থেকে স্বেচ্ছায় অব্যাহতি নিলে / গবেষণা শর্তের ব্যত্যয় ঘটালে গবেষণা কাজে গৃহীত সমুদয় অর্থ ইনস্টিটিউট বরাবরে ফেরত প্রদান করতে বাধ্য থাকবেন;

(খ) গবেষণায় পরিচালিত কার্যক্রম এবং প্রকাশিত মতামত /ফলাফল/সুপারিশের দায় একান্তভাবে গবেষকের নিজস্ব; এ ক্ষেত্রে ইনস্টিটিউট কোনো দায় দায়িত্ব বহন করবে না এবং

(গ) অনুমোদিত গবেষণায় নিয়োজিত গবেষকদের পরিবর্তনের ক্ষেত্রে গবেষণা কমিটির অনুমোদন নিতে হবে। কোন কারণে গবেষণা কমিটির সভা আয়োজনে বিলম্ব হলে উপপরিচালক (প্রশিক্ষণ ও গবেষণা) এর মাধ্যমে গবেষণা কমিটির সভাপতির নিকট হতে অনুমোদন নিতে হবে।

৩.৫ গবেষণা কার্যক্রমে গৃহীত অর্থের জবাবদিহিতা

(ক) নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে কোন গবেষণা প্রতিবেদন গবেষণা কমিটির নিকট জমা না দিলে কিংবা গবেষণা কমিটি কর্তৃক জমাকৃত গবেষণা অনুমোদন না দিলে/ বাতিল হলে সংশ্লিষ্ট গবেষণা খাতে গৃহীত সমুদয় অর্থ গবেষণা পরিচালক/গবেষক ফেরত দিতে বাধ্য থাকবেন;

(খ) গবেষণার ব্যয়ভার মেটানোর পর অর্থ উদ্বৃত্ত থেকে যায়, তবে তা গবেষণা পরিচালক/গবেষক ইনস্টিটিউটকে ফেরত প্রদান করতে বাধ্য থাকবেন;

(গ) যদি গবেষণা পরিচালক/গবেষক ও গবেষণায় নিয়োজিত অন্য কোন ব্যক্তি তাঁর উপর অর্পিত দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হন তাহলে তাঁর ক্ষেত্রে গৃহীত অগ্রিম ফেরত প্রদানে বাধ্য থাকবেন; এবং

(ঘ) এই অনুচ্ছেদের বিধান অনুসরণে অর্থ ফেরত প্রদানের ক্ষেত্রে ব্যত্যয় ঘটলে প্রচলিত আইন অনুযায়ী তা আদায় করা যাবে।

(ঙ) গবেষণা প্রস্তাব চূড়ান্ত অনুমোদন প্রাপ্তির পর কোন গবেষণা দল অপারগতা প্রকাশ করলে পরবর্তী দুই অর্থ বৎসর তারা কোনো গবেষণা প্রস্তাব দাখিল করতে পারবেন না।

৩.৬ অডিট আপত্তি নিষ্পত্তিকরণ

অডিট আপত্তি এবং অর্থ- সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি সরকারি আর্থিক বিধিবিধান অনুসরণপূর্বক নিষ্পন্ন করতে হবে।

মোহাম্মদ কাবিরুল ইসলাম খান
সিনিয়র সহকারী সচিব
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

চতুর্থ অধ্যায়

৪.০ যৌথ গবেষণা পরিচালনা, গবেষণা কর্মের প্রচার, নীতিমালার প্রয়োগ ও পরিবর্তন

৪.১ এ নীতিমালার অন্যান্য বিধান প্রতিপালন সাপেক্ষে ইনস্টিটিউট অন্য শিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যৌথভাবে গবেষণা কার্যক্রম সম্পাদন করতে পারবে।

৪.২ ইনস্টিটিউট কর্তৃক সম্পাদিত গবেষণার ফলাফল যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়সহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মন্ত্রণালয়, বিভাগ, দপ্তর ও সংস্থায় অবহিত করতে হবে। কোন দেশি-বিদেশি জার্নালে অথবা পুস্তকাকারে প্রকাশের ক্ষেত্রে অনুচ্ছেদ ২.৯ থেকে ২.১০-এর নির্দেশনা অনুসরণ করতে হবে।

৪.৩ গবেষণা তথ্যের যথাযথ প্রচার নিশ্চিতকরণে গবেষণালব্ধ তথ্য বিভিন্ন মাধ্যমে প্রচার করা হবে। যেমন: কর্মশালা, সেমিনার, প্রাতিষ্ঠানিক যোগাযোগ, প্রশিক্ষণ, ওয়েবসাইট ইত্যাদি।

৪.৪ গবেষণা নীতিমালায় পরিবর্তন এবং পরিমার্জন এর ক্ষমতা যথাযথ কর্তৃপক্ষ সংরক্ষণ করবেন।

৪.৫ গবেষণা নীতিমালা অনুযায়ী গবেষণা কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পন্নের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

পঞ্চম অধ্যায়

৫.০ বিবিধ

৫.১ অনুমোদিত গবেষণা প্রকল্পে নিয়োজিত গবেষকদের পরিবর্তনের ক্ষেত্রে গবেষণা ব্যবস্থাপনা কমিটির অনুমোদন নিতে হবে;

৫.২ গবেষণা কাজে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত ethical issues নিশ্চিত করতে ধর্ম,বর্ণ নির্বিশেষে কোনো ব্যক্তিকে হেয় প্রতিপন্ন করে এই ধরণের কোনো গবেষণা প্রস্তাব গ্রহণ বা প্রশ্নপত্র প্রণয়ন কিংবা কাউকে পীড়া দেয় এমন মন্তব্য,বিবৃতি,ছবি,প্রতীক ইত্যাদি প্রতিবেদনে ব্যবহার করা যাবে না;

৫.৩ বছরে একবার ইনস্টিটিউট কর্তৃক আয়োজিত পর্যালোচনা/রিভিউ কর্মশালায় প্রধান গবেষকগন সম্পাদিত গবেষণার কারিগরী ও আর্থিক প্রতিবেদন উপস্থাপন করবেন।

১৪/০৭/২০১৫

মোহাম্মদ কাবিরুল ইসলাম খান
সিনিয়র সহকারী সচিব
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার